ছাত্রাবাসে গণধর্ষণের ঘটনায় শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ

সিলেটের এমসি কলেজে ছাত্রাবাসের একটি কক্ষে গৃহবধূ ধর্ষণের ঘটনায় আন্দোলনে নেমেছেন শিক্ষার্থীরা।

শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এমসি ও সরকারি কলেজের প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থীরা কলেজের সামনে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কলেজ ও ছাত্রাবাসে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীর অভিযোগ করেন, করোনা পরিস্থিতিতে কলেজ বন্ধ থাকার পরেও ছাত্রাবাস কীভাকে খোলা রাখেন কলেজ কর্তৃপক্ষ? এসব অপরাধ কর্মকাণ্ডের বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের অবগত থাকার পরেও কেন ছাত্রাবাস বন্ধ করে দেয়া হল না। আজ আমাদের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপিঠে কলঙ্কের দাগ লেগেছে।

এসময় শিক্ষার্থীরা ধর্ষণের ঘটনার সাথে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানান। অন্যথায় তারা আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করবেন বলে জানান।
বিডি প্রতিদিন

গণধর্ষণের আসামি ছাত্রলীগের সাইফুরের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা

সিলেটের এমসি কলেজ ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রাবাসে তুলে নিয়ে স্বামীকে বেঁধে স্ত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার আসামি ছাত্রলীগ ক্যাডার এম. সাইফুর রহমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনেও আরেকটি মামলা

হয়েছে। গণধর্ষণের ঘটনার পর শুক্রবার রাত ২টার দিকে এমসি কলেজ ছাত্রাবাসে তল্লাশি চালিয়ে সাইফুরের রুম থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্রসহ প্রচুর পরিমাণে দেশীয় ও ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় শনিবার সকালে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

করোনার কারণে কলেজ ও ছাত্রাবাস বন্ধ থাকলেও সাইফুর রহমানসহ ছাত্রলীগের কয়েকজন ক্যাডার ছাত্রাবাসে বসবাস করতো। ছাত্রাবাসে অবস্থান করে কলেজ ক্যাম্পাস, টিলাগড় ও বালুচর এলাকায় তারা নিয়মিত ছিনতাই ও অপহরণ করতো। রাতে ছাত্রাবাসে জুয়া ও মাদকের আসরও বসাতো বলে একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে।

এদিকে, শুক্রবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ সুরমার শিববাড়ির এক তরুণী স্বামীকে সাথে নিয়ে এমসি কলেজ ক্যাম্পাসে বেড়াতে আসে। এসময় ছাত্রলীগকর্মী এম. সাইফুর রহমান ও শাহ মাহবুবুর রহমান রনির নেতৃত্বে স্বামী ও স্ত্রীকে পার্শ্ববর্তী কলেজ ছাত্রাবাসে তুলে নিয়ে যায় আসামিরা। পরে সেখানে স্বামীকে বেঁধে রেখে স্ত্রীকে ধর্ষণ করে তারা।

এসময় ছাত্রলীগকর্মীরা ওই তরুণীর স্বামীর প্রাইভেট কারও ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। খবর পেয়ে পুলিশ এসে স্বামী-স্ত্রী ও তাদের প্রাইভেট কার উদ্ধার করে। পরে ধর্ষনের শিকার তরুণীকে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওসিসিতে ভর্তি করা হয়।

ঘটনার পর রাতভর অভিযান চালালেও ধর্ষণ ও অস্ত্র মামলার আসামি সাইফুর ও তার সহেযাগী কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

আবারও মার্কিন বোমারু বিমানকে তাড়িয়ে দিল রাশিয়া

বাল্টিক সাগরের আকাশে মার্কিন দুটি কৌশলগত বি-৫২ বোমারু

বিমানকে প্রতিহত করেছে রাশিয়ার একটি যুদ্ধবিমান। মার্কিন বোমারু বিমান দুটি রাশিয়ার আকাশীসীমার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এ খবর দিয়েছে।

রুশ মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল ডিফেন্স ম্যানেজমেন্ট সেন্টার শুক্রবার এক বিবৃতিতে বলেছে, মার্কিন বোমারু বিমান দুটিকে শণাক্ত করার পর সেগুলোকে বাধা দিতে একটি সুখোই এসইউ-২৭ জঙ্গিবিমান পাঠানো হয়। বাল্টিক বিমান বহর থেকে রাশিয়ার ওই জঙ্গিবিমান পাঠানো হয়। বিমানটি নিরাপদ দূরত্বে থেকে মার্কিন বিমান দুটিকে রুশ আকাশসীমার দিকে না যেতে নির্দেশনা দেয় এবং এক পর্যায়ে এস্কর্ট করে মার্কিন বোমারু বিমান দুটিকে চলে যেতে সাহায্য করে।

রুশ মন্ত্রণালয়ের এ তথ্য বার্তা সংস্থা তাস প্রকাশ করেছে। এত বলা হয়েছে, মার্কিন বিমান রুশ আকাশসীমা লঙ্ঘন করতে পারেনি। মার্কিন বিমান তাড়িয়ে দিয়ে রুশ জঙ্গিবিমানটি নিরাপদে ঘাঁটিতে ফিরে আসে।

এদিকে, শুক্রবার রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান ভ্যালেরি গেরাসিমভ বলেছেন, রুশ সীমান্তের ২০ থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে আমেরিকা ও ন্যাটো বাহিনী সামরিক মহড়া চালাচ্ছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

চীন অস্ত্র দিচ্ছে পাকিস্তানকে, ড্রোনের মাধ্যমে তা ছেয়ে যাচ্ছে কাশ্মীরে!

লাদাখ সীমান্তে যখন সংঘাত চলছে তখন চীনের বিরুদ্ধে নতুন ষড়যন্ত্রের তথ্য সামনে আনলেন ভারতের গোয়েন্দারা। চীনের ইশারাতেই জম্মু ও কাশ্মীরে পাকিস্তান অস্ত্র ঢোকাচ্ছে। পাকিস্তানকে সেই সমস্ত অস্ত্র সরবরাহ করছে চীন।

গোয়েন্দা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, পাকিস্তানের গুপ্তচর

সংস্থা আইএসআই-কে চীন নির্দেশ দিয়েছে, গোটা উপত্যকায় অস্ত্রে ছয়লাপ করে দিতে। প্রমাণ স্বরূপ বলা হয়েছে, গত আড়াই মাসে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে যত অস্ত্র উদ্ধার করেছেন ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী তার অধিকাংশের গায়েই চীনের চিহ্ন রয়েছে।

তবে পাকিস্তানি জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ রুখতে দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈরি করেছে ভারতীয় নিরাপত্তাবাহিনী। নিয়ন্ত্রণ রেখায় যে অঞ্চলগুলো অনুপ্রবেশপ্রবণ সেখানে ইতিমধ্যেই নিরাপত্তা বেষ্টনি আরও কঠোর করেছে বিএসএফ।

গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয়েছে, ড্রোনের মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে অস্ত্র ঢোকানো হচ্ছে কাশ্মীরে।

সরকারি সূত্রে আরও জানা যাচ্ছে, গোয়েন্দারা সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, শীত বাড়লেই নিয়ন্ত্রণ রেখা পার করে লোক ঢোকানো শুরু করতে পারে পাকিস্তান। তার কারণ, ওই সময় ঝোপঝাড় বড় হয়। তাছাড়া তুষারপাতের সময়কেও অনুপ্রবেশের জন্য ব্যবহার করতে পারে পাকিস্তান। তাই এখন থেকেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে নিরাপত্তাবাহিনীকে।

গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোরের মাধ্যমে হেক্সাকপ্টার কিনেছে পাকিস্তান। অস্ত্র পাঠানোর জন্য সেগুলোকে ব্যবহার করছে।

তবে কাশ্মীরের স্থানীয়রাও যে এ বিষয়ে যুক্ত হচ্ছে তাও বলা হয়েছে গোয়েন্দা রিপোর্টে, যা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে নিরাপত্তাবাহিনীর মধ্যেও। গত ১০ সেপ্টেম্বর নিয়ন্ত্রণ রেখার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে কাশ্মীর গিয়েছিলেন সেনা প্রধান মনোজ মুকুন্দ নারাভানে। বিএসএফ ও সেনাবাহিনীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে এসেছিলেন তিনি। তার মধ্যেই গোয়েন্দা রিপোর্টে উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য।

দিন কয়েক আগেই জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলা থেকে তিন জঙ্গিকে গ্রেফতার করে গোলাবারুদ-সহ বেশ কিছু অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। ধৃত তিনজন দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার বাসিন্দা। তারা রাজৌরিতে অস্ত্র আনতে গিয়েছিল। অস্ত্রগুলো ড্রোনের মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে সরবরাহ করা হচ্ছিল বলে জানা যায়। সূত্র: দ্য ওয়াল

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

মেহেরপুর ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতির ইন্তেকাল

মেহেরপুর ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মো: কদর আলী ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্নইলাহি রাজিউন)।

তিনি মেহেরপুর মল্লিকপাড়ার মো: কাবাতুল্লাহ’র মেজ ছেলে।

মো: কদর আলী আজ শনিবার সকাল সাত টায় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

আজ দুপুর ২:১৫ মিনিটে মেহেরপুর সরকারী হাইস্কুল মাঠে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে বলে পরিবার সূত্রে জানানো হয়।

তার মৃত্যুতে মেহেরপুর ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়ন সহ মটর শ্রমিক ইউনিয়ন শোক প্রকাশ করেছেন।

মেহেরপুর জাতীয় সাহিত্য পরিষদের কমিটি গঠন

মেহেরপুর জাতীয় সাহিত্য পরিষদের আলোচনা সভা ও ২১সদস্য বিশিষ্ট দ্বি-বার্ষিক নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টার সময় জেলা সাহিত্য পরিষদেও নিজস্ব কার্যালয়ে আলোচনা সভা শেষে এ কমিটি গঠন করা হয়।

প্রভাষক নুরুল আহমেদ’র সভাপতিত্বে ও নূর আলম’র সঞ্চালনায় সকল সদস্যদের উপস্থিতিতে আলোচনা সভা ও সদস্যদের আলোচনা সাপেক্ষে নামপ্রস্তাবনা ও সমর্থনে জাতীয় সাহিত্য পরিষদ মেহেরপুর জেলা

শাখার ২১ সদস্য বিশিষ্ট্য দ্বি-বার্ষিক নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়।

সভাপতি- নুরুল আহমেদ, সহ-সভাপতি- নাসির উদ্দিন,সহ-সভাপতি- আবুল হাসেম,সাধারন সম্পাদক- নূর আলম,সহ-সাধারন সম্পাদক- শওকত আরা মিমি,সহ-সাধারন সম্পাদক- এম. সোহেল রানা,সাংগঠনিক সম্পাদক-শফিকুল ইসলাম সেন্টু,অর্থ সম্পাদক- ওবায়দুর রহমান,প্রচার সম্পাদক- আবু লায়েচ লাভলু,প্রশিক্ষণ, গবেষনা ও উন্নয়ন সম্পাদক-আতাউর রহমান,

দপ্তর সম্পাদক- এনামুল হক মিন্টু,সাহিত্য সম্পাদক- রফিকুল ইসলাম,সাংস্কৃতিক সম্পাদক- আসাদুল ইসলাম (খোকন),নাট্য সম্পাদক-এস এম এ মান্নান,গ্রন্থাগার সম্পাদক- মোহাম্মদ বরকত,সমাজ কল্যাণ সম্পাদক- লাইলী আক্তার।নির্বাহী সদস্যঃ-জি এফ মামুন লাকী, বদরুদোজ্জা, সাজ্জাদ হোসেন, মোদাচ্ছের হোসেন, হেলাল উদ্দীন হিলু প্রমুখ।

আলোচনায় মুজিববর্ষ উপলক্ষে কাব্যগ্রন্থ মুজিব সংখ্যা “ঠিকানা” প্রকাশ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করা হ এবং সাব কমিটি গঠন করা হয়।

মুজিবনগরে জলবায়ু ধর্মঘট’ ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কর্মসূচী পালন

সারাবিশ্বের জলবায়ু কর্মীদের সাথে একযোগে প্রায় ১৭০ টি দেশে ‘ঋৎরফধুং ঋড়ৎ ঋঁ◌ঃ◌ঁৎব- বাংলাদেশ’ প্লাটফর্ম থেকে ‘জলবায়ু ধর্মঘট’ ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কর্মসূচী পালন করেছে আজকের ভাল কাজ নামের একটি সংগঠন।

শুক্রবার সকাল ১০ টার সময় মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গনে সংগঠনের সভাপতি আফসানা বিশ্বাস তিথির নেতৃত্বে অংশ নেন সাধারণ সম্পাদক

আল-ইকরাম সোহাগ, সহ সভাপতি হাসানুজ্জামান, সাংগাঠনিক সম্পাদক নাসিমুল জুনায়েদ, অর্থ সম্পাদক সালেহীন শাহেদ, দপ্তর সম্পাদক আসিফ ইকবাল শুভ, সদস্য শাহিনা সুলতানা ইভা, আল মাসুম শেখ, আক্তারুল ইসলাম প্রমুখ।

সকলে পৃথিবীর জলবায়ু বিপর্যয়ের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করে এবং দেশ আমার দায়িত্ব আমার স্লোগানে প্রতিশ্রুতবদ্ধ হয়। আন্দোলন শেষে মুজিবনগরে কিছু বৃক্ষরোপণ করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

মিল মালিকদের সাথে জরুরি বৈঠক কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসকের

দফায় দফায় চালের দাম বাড়ার যৌক্তিক কারণ খুঁজতে মিল মালিকদের ডেকে জরুরি বৈঠক করেছেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন। তবে চালের দাম বাড়ার বিষয়ে মিল মালিকরা দায় চাপালেন উত্তরবঙ্গের ধান ব্যবসায়ী ও মিল মালিকদের ওপর। মিল মালিকদের দাবি, উত্তরবঙ্গ থেকে ধান কিনে এনে কুষ্টিয়ার মোকামে চাল উৎপাদন করা হয়। উত্তরবঙ্গে ধানের দাম বেড়ে যাওয়ায় চালের দাম বাড়াতে তারা বাধ্য হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার বিকেলে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ বৈঠক হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন। বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত চলা বৈঠকে বাংলাদেশ অটো মেজর অ্যান্ড হাসকিং মিল মালিক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আবদুর রশিদসহ জেলা চালকল মালিক সমিতির শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে চালের দাম নির্ধারণে সাত সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এডিএম) সিরাজুল ইসলামকে প্রধান করে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক তানিমুল সিরাম, বাজার মনিটরিং কর্মকর্তা রবিউল ইসলামসহ চারজন মিল মালিককে সদস্য করা হয়। চারজন মিল মালিক হলেন জেলা চালকল মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, মিল মালিক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, আবদুল খালেক ও ওমর

ফারুক।

বৈঠকে জেলা চালকল মালিক সমিতির সভাপতি আবদুস সামাদ বলেন, চালের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় তারা চালের দাম বাড়িয়েছেন। তার দাবি, ঢাকা থেকে ব্যাপকভাবে চালের ফরমায়েশ আসছে। গতকাল মোকামে কেজিপ্রতি মিনিকেট চাল বিক্রি হয়েছে ৫২ টাকা দরে।

চালকল মালিক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আবদুর রশিদ বলেন, উত্তরবঙ্গের ধানের ওপর আমাদের (কুষ্টিয়া মোকাম) চাল উৎপাদন নির্ভর করে। সেখানে ধান ব্যবসায়ী ও কৃষকদের কাছে প্রচুর ধান মজুদ আছে। তারপরও তারা প্রতিদিন ধানের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছেন। আজ (গতকাল) এক হাজার ৩০০ টাকা মণ দরে ধান কেনা হয়েছে। এই দামে ধান কিনে চাল উৎপাদন করলে কেজিপ্রতি চালের দাম মোকামে পড়ে ৫৮ টাকা। এরপরও মিল মালিকরা ৫২ টাকা কেজি দরে লোকসানে চাল বিক্রি করছেন।

এ সময় জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থার বরাত দিয়ে বলেন, আবদুর রশিদ যে দামে চাল বিক্রি করে, তার পেছন পেছন অন্যরাও ছোটেন। তিনি ঠিক থাকলে চালের দামও ঠিক থাকে। প্রত্যেকের কর্মকাণ্ড নিয়মিত নজরে রাখা হচ্ছে। অযৌক্তিকভাবে চালের দাম বাড়ানো হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, প্রশাসনকে না জানিয়ে চালের দাম বাড়ানো হয়েছে। শুক্রবার থেকে কোনোভাবেই চালের দাম বাড়ানো যাবে না। বাড়লে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আমার সাফল্য ও ব্যর্থতার মূল্যায়ন জনগণ করবে- মফিজুর রহমান

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ জনপদে ভোট’ শীর্ষক সাক্ষাৎকার পর্ব। এ পর্বে মেহেরপুর প্রতিদিন

এর মুখোমুখি হয়েছিলেন মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন আমাদের প্রধান প্রতিবেদক এম এফ রুপক। সাক্ষাৎকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে কি ভাবছেন?

মফিজুর রহমান: আমি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। বিগত নির্বাচনে আমি দলীয় সমর্থন পাইনি। তারপরও জনগণের ভালোবাসায় তাদের ভোটে আমি নির্বাচিত হয়েছিলাম। তবে এবার আমি দলীয় মনোনয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। যদি নৌকার প্রার্থী হতে পারি তবে আগামী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে কতটুকু আশাবাদী?

মফিজুর রহমান: আমার ইউনিয়ন পরিষদে আমাকে যতটুকু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সেগুলো যথাযত ভাবে পালন করিছি। আমি কতটুকু সফল বা কতটুকু ব্যর্থ এই মূল্যায়ন জনগণ করবে। জনগণের প্রত্যাশার সব জায়গা আমি পূরণ করেছি। কোন দুর্নীতির সাথে আমি জড়িত না। তাই আমি আশা করছি আমার প্রাণের সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমাকে আসন্ন ইউপি নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন দেবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: মনোনয়ন না পেলে পুনরায় স¦তন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার ইচ্ছা আছে কিনা?

মফিজুর রহমান: যদি আমি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন না পাই তবে স¦তন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবো না। দল যাকে মনোনয়ন দেবে তার হয়ে নির্বাচনী মাঠে কাজ করবো।
মেহেরপুর প্রতিদিন: বিগত নির্বাচনে জনগণের প্রতি আপনায় প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন কতটুকু হয়েছে?

মফিজুর রহমান: মুজিবনগর উপজেলার ছোট ও অবহেলিত একটি ইউনিয়ন ছিল মোনাখালী। কিন্তু বর্তমানে মোনাখালী ইউনিয়নের প্রতিটি রাস্তা প্রতিষ্ঠান ও ইউনিয়ন পরিষদ সুন্দর। ইউপি সেবা জনগণের একে বারেই দোর গোড়াই পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমাদের মাননীয় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের সাংসদ ফরহাদ হোসেনের সহযোগীতায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন আমাদের ইউনিয়নে হয়েছে।

করোনাকালে সাধারণ মানুষদের সরকারি সুবিধা বাদেও আমি নিজ উদ্যোগে যতটুকু পেরেছি সহযোগীতা করার চেষ্টা করেছি। আমার ইউনিয়নের যুব সমাজকে মাদক থেকে দূরে রাখার জন্য লাইব্রেরী স্থাপন করেছি। ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন খেলার সামগ্রী বিতরণ করেছি। সেই সাথে বিভিন্ন খেলা নিজ দায়িত্বে পরিচালনাও করেছি। দোর গোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে আমাদের কমিউনিটি ক্লিনিকে নিয়মিত খোঁজ খবর রাখছি। কোন কিছুর ঘাটতি থাকলে সেটা কতৃপক্ষের মাধ্যমে পূরণ করার চেষ্টা করি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী নির্বাচনে জয়ী হলে কি কি করতে চান?

মফিজুর রহমান: বর্তমান সরকারের আমলে দেশ কোন কিছুতেই পিছিয়ে নেই। উন্নয়নের মহাসড়কে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী প্রতিটি গ্রামকে শহরে রুপান্তর করা হবে। এই লক্ষ্যে সকলের সহযোগীতা নিয়ে কাজ করতে চাই।

রাজনৈতিক গ্রুপিংয়ে মিরপুরে ছাত্রলীগ নেতা আটক

কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রলীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক এস কে চঞ্চলসহ তিনজনকে আটক করেছে মিরপুর থানা পুলিশ।

বৃহস্পতিবার রাতে তাদের নিজনিজ বাড়ী থেকে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন জেলা ছাত্রলীগের সাবেক বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক এস কে চঞ্চল, তার চাচা খোকন মৃধা ও মিরপুর উপজেলা মাদক প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও আওয়ামী লীগ নেতা ড্যানী।

তবে এলাকাবাসীর দাবী অল্পদিনেই এস কে চঞ্চলের নেতৃত্বে ছাত্রলীগকে সুসংগঠিত করতে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া জামায়াত ও বিএনপির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ায় হিংসাপরায়ণ হয়ে তাকে পুলিশ আটক করায় এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হয়েছে।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আটকের

বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, এস কে চঞ্চলের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজী ও দেশীয় অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে সাধারণ মানুষকে ভয়ভীতি দেখানোর জন্য মহড়াসহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে । এ ব্যাপারে মিরপুর থানার এসআই পার্থ ঘোষ বাদী হয়ে চঞ্চলসহ তিন জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন।
আটককৃতদেরকে শুক্রবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

এদিকে, ছাত্রলীগ নেতা চঞ্চলকে আটক করে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মামলায় আদালতে প্রেরণ করায় এলাকাবাসীসহ ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতারা চরম ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

তারা বলেন, এস কে চঞ্চল একজন বলিষ্ঠ ছাত্রনেতা ও সমাজ কর্মী। সে আওয়ামী পরিবারের সন্তান। তার বাবা শহিদুল ইসলাম মৃধা বারুইপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি। বাবার রাজনৈতিক মতাদর্শ দেখে ছোটবেলা থেকেই আওয়ামী প্রেমী হয়ে ওঠে চঞ্চল। তারপর থেকেই ছাত্র রাজনীতিতে প্রবেশ করে সদ্য বিলুপ্ত কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রলীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ভাষ্য অনুযায়ী, এস কে চঞ্চল ছাত্রলীগের রাজনীতিতে সরব। এলাকার মানুষের সুখে দু:খে সব সময় পাশে দাঁড়ায় সে। তাকে রাজনৈতিক গ্রুপিং এর কারণে আটক করানো হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই এবং আটককৃতদের অবিলম্বে মুক্তি দাবী করছি।